সংবাদ

19 MAR 2013
তারিখ 19 MAR 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিশুদের ঝরেপড়া প্রসঙ্গে

গত ১৭ মার্চ ছিল জাতীয় শিশু দিবস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে প্রতিবছর দিবসটি পালিত হয়। জাতীয় শিশু দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের উদ্দেশে বলেছেন, 'তোমরা আগামী দিনের দেশ গড়ার কাজে অংশ নেবে। তাই তোমাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতির পিতার আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী যেদিন এ বক্তব্য দিয়েছেন সেদিন প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের খবর থেকে জানা গেছে, পাবনা জেলার কয়েকশ' শিশু পড়াশোনা ছেড়ে বিভিন্ন কারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সী এসব শিশুর বেশির ভাগই পেরোতে পারেনি প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি। রিপোর্টটি থেকে জানা গেছে, পাবনার নয় উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে ২৩ শতাংশ শিশু ঝরে পড়ে। সদর উপজেলায় ঝরেপড়ার এ হার আরও বেশি, ৩২ শতাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিশুদের ঝরেপড়ার এ চিত্র কেবল একটি জেলাতেই সীমাবদ্ধ নেই, কমবেশি সারাদেশেই এ চিত্র বিরাজ করছে। এ তো শুধু প্রাথমিক স্তরের হিসাব। প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও শিশুরা ঝরে পড়তে থাকে। আজকের শিশুদের ওপরই যে দেশ গড়ার গুরু দায়িত্ব বর্তাবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দেশ গড়ার কাজে শিশুরা কতটুকু তৈরি হচ্ছে। আগামী দিনের পৃথিবী হবে তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক। তথ্য ও জ্ঞাননির্ভর একটি পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত হতে হলে আজকের শিশুদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। সেখানে যদি তারা শিক্ষার প্রাথমিক পাঠই অর্জন করতে না পারে তবে শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না।

ঝরেপড়ার পেছনে বড় একটি কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। শিক্ষার অপ্রতুলতার চেয়ে ভয়াবহ এটি। হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে বিনামূল্যে বই দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করেও শিশুদের ঝরেপড়া রোধ করা যাচ্ছে না। পরিবারের প্রয়োজনে অনেক শিশু কর্মসংস্থানে ঢুকতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে দরিদ্র অভিভাবকও থাকেন অনন্যোপায়। আইনত শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। কিন্তু দারিদ্র্য দূর না করে, মানুষের জীবনমান উন্নত না করে এ ধরনের আইন প্রয়োগ করা দুরূহ। দেশে দারিদ্র্য দূর করার জন্য সরকারি-বেসরকারি অনেক উদ্যোগের কথা শোনা যায়। দারিদ্র্য নিরসনে ক্ষুদ্রঋণ মডেল ব্যাপক ভিত্তিতে চালু করে দেশেরই একটি প্রতিষ্ঠান ও একজন ব্যক্তি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এরপরও দেশে দারিদ্র্য দূর হচ্ছে না কেন সেটা এক রহস্য।

কোন সমস্যারই একক কোন কারণ থাকে না। দুষ্টচক্রের মতো একটি সমস্যা আরেকটি সমস্যাকে সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের মতো দেশে সমস্যার এ দুষ্টচক্র আরও জটিল। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরেপড়ার সমস্যাটিও ব্যতিক্রম নয়। তবে সমস্যা জটিল হলেও হাত-পা গুটিয়ে নেয়া চলে না। সরকার ঝরেপড়া রোধে কাজ করছে সত্য কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সাফল্য মিলছে না। সাফল্যের পথে অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করে তা দূর করতে হবে। এ ধরনের কাজে সাফল্য পেতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। আমরা চাই ঝরেপড়া রোধের লড়াইটা সরকার সঠিকভাবে অনবরত চালিয়ে যাবে।